লেবুর ক্যাংকার

লেবুর সবচেয়ে ক্ষতিকর এবং মারাত্মক রোগ। এটি একটি ব্যাক্টেরিয়া জনিত রোগ।এ রোগের জীবাণু মাটিতে ৮-১০ দিন বেঁচে থাকতে পারে কিন্তু আলো বা রোদে দ্রুত ধ্বংস হয়। গাছের মাটির নীচের অংশ ব্যতীত বাকী সকল অংশে এই রোগ আক্রমণ করে। সাধারনত: গাছের ক্ষত অংশ এবং পত্ররন্ধ্র দ্বারা জীবাণু গাছের ভিতর প্রবেশ করে।তাই বর্ষাকালে অধিক বাতাসে গাছের কাঁটা দ্বারা ক্ষতের সৃষ্টি হলে জীবাণু দ্বারা আক্রমণের ঝুঁকি থাকে। এ রোগের আক্রমণের কারনে বহিঃবিশ্বে বিশেষ করে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভুক্ত দেশে লেবুর রপ্তানিতে মারাত্মক বিপর্যয় দেখা দেয়।

রোগের লক্ষণ:

গাছের শাখা- প্রশাখা, ফল, পাতা, ফলের বোটা, ডগা প্রভৃতি এ রোগে আক্রান্ত হয়। প্রাথমিক অবস্থায় আক্রান্ত স্থানে ছোট ছোট হলুদ দাগ পড়ে। পরবর্তীতে এসব দাগ পুরু ও বড় হয়। ফোস্কার মত এসব দাগের চারিদিকে হলুদ আভা থাকে। হলুদ আভা পাতায়ই বেশী লক্ষ্য করা যায়। কখনও কখনও ফলের খোসায় ফাটল দেখা যায়। গাছের উপরের দিকের পাতা ঝরে যায়। আক্রমণ তীব্র হলে সম্পুর্ণ গাছ মারা যায়।

ছবি : লেবুর ক্যাংকার রোগ

সমন্বিত বালাই ব্যাবস্থাপনা:

১। বাগান তৈরির প্রাথমিক অবস্থায় চারার সঠিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। প্রয়োজনে চারা থেকে চারা এবং সারি থেকে সারির দূরত্ব একটু বেশী দেয়া ভাল যাতে ঝড়ো হাওয়ায় কোন অংশে ক্ষত সৃষ্টি না হয়।

২। সুস্থ-সবল মাতৃগাছ থেকে রোগমুক্ত চারা রোপন করতে হবে।

৩। পাতা সুড়ঙ্গকারী পোকা দমনের জন্য প্রতিনিয়ত মাঠ পরিদর্শণ করতে হবে।

৪। বর্ষা মৌসুমের পূর্বেই গাছের ডাল ছাটাই করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে এবং ছাটাইয়ের পর সঠিক মাত্রায় বোর্দো মিক্সার প্রয়োগ করতে হবে।

৫। আক্রান্ত মরা গাছ তুলে দ্রুত দূরে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

আরও তথ্যের জন্য:
পরিচালক উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা-১২১৫। E-mail: dppw@dae.gov.bd
বিস্তারিত জানার জন্য আপনার নিকটস্থ উপসহকারী কৃষি অফিসার অথবা উপজেলা কৃষি অফিসে যোগাযোগ করুন।

উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর